ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 4 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বর্তমান কমিটির অধিকাংশই বিবাহিত ও পেশাজীবী

মাগুরা ছাত্রলীগে চরম স্থবিরতা

বাসার আবন্দ, মাগুরা থেকে : জেলা ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির অধিকাংশ নেতাকর্মীই বিবাহিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সংগঠনে চরম স্থবিরতা চলছে। এ অবস্থায় দলীয় কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনতে অবিলম্বে জেলা সম্মেলনের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ নেতাকর্মীরা।

জানা গেছে, ১৯৯৮ সালের ২৮ নভেম্বর মাগুরা জেলা ছাত্রলীগের সর্বশেষ সম্মেলনে শাখারুল ইসলাম শাকিলকে সভাপতি ও রানা আমির ওসমানকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের পর থেকেই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আসছে বলে নেতাকর্মীদের অভিযোগ। এছাড়া গত ৪ বছরে তারা মাত্র একটি বর্ধিত সভাসহ হাতে গোনা কয়েকটি সভা করতে পেরেছেন। অন্যদিকে শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে নিজস্ব কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত না হয়ে অধিকাংশ নেতাকর্মীকে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের বাড়িতে বাড়িতে ধরনা দিতে দেখা গেছে। ফলে বছরের পর বছর দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলেছে।

নেতাকর্মীরা আরো জানিয়েছেন, বর্তমান ৪১ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটির অধিকাংশ নেতাকর্মীই বিবাহিত এবং রাজনীতি থেকে দূরে সরে বৈষয়িক ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সভাপতি শাখারুল ইসলাম নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিকে বেশি তৎপর রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক রানা আমীর ওসমান বছরখানেক পূর্বে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এখন পুরোপুরি সংসারী হয়ে পড়েছেন।

এমনিভাবে সহসভাপতি সাজেদুর রহমান সংগ্রাম, আফতাবুর রহমান রুনু, কার্যকরী সদস্য সিরাজুল ও তমাল বিবাহিত, সহসভাপতি আফতাবুর রহমান বাবু বর্তমানে চাকরিসূত্রে ঢাকায় রয়েছেন। আইনবিষয়ক সম্পাদক রাজেশ চন্দ্র গোপাল, অর্থ সম্পাদক আহসান হাবিব লিজন, সদস্য নিখিল চন্দ্র চাকরি সূত্রে জেলার বাইরে। সদস্য জিয়াউর রহমান রানা, আঃ মতিন চান ও কিকো বর্তমানে দেশের বাইরে। কেউ কেউ রাজনীতি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। পুরো জেলা কমিটির মাত্র ৪-৫ জন নেতাকর্মীর তৎপরতাই উল্লেখযোগ্য বলে উল্লেখ করে সাধারণ নেতাকর্মীরা অবিলম্বে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছেন তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতাকর্মীদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের অনীহার কারণে সম্মেলন আয়োজন না করায় সাংগঠনিক স্থবিরতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাখারুল ইসলাম শাকিল বলেছেন, সম্মেলন হোক— চাই। তবে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের নাজুক অবস্থার জন্য তিনি মূল দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বলেন, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালনে তৎপর থাকে না, যা ছাত্রলীগকেই করতে হয়। অথচ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগকে পৃষ্ঠপোষকতা করে না। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক রানা আমীর ওসমানের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, অবশ্যই যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সম্মেলনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই এবং এ সম্মেলন আয়োজন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।